দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... FEB 3 1999 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যের বই বিতরণ প্রসঙ্গে

গত কয়েক বৎসর যাবৎ কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে বিনামূল্যের পাঠ্য বইয়ের চাহিদা সর্বতোভাবে পূরণ করিতে পারিতেছেন না। পাঠ্য বইয়ের কমবেশী সংকট বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের পথে চরম বাধা হইয়া দেখা দিয়াছে। চলতি বৎসর ৪৫% নূতন বই সরবরাহ করা হইয়াছে। তাহাও আবার সেট সম্পূর্ণ নয়। প্রথম শ্রেণীতে বাংলা, ইংরেজী, ৩য় শ্রেণীতে সমাজ ও বিজ্ঞান, ৪র্থ শ্রেণীতে ইংরেজী এবং ৫ম শ্রেণীতে ধর্ম বাদে এই ৪৫% সেটের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন বই নাই। একই বিদ্যালয়ে একটি শ্রেণীর যদি আদৌ কোন বই দেওয়া না হয়, তবে সেই শ্রেণীর ছাত্র/ছাত্রীদের সান্ত্বনা দেওয়া শিক্ষকদের পক্ষে কঠিন সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। পাঠ্য বইয়ের এই সংকট নিরসনে পুরাতন বই সংগ্রহ করিয়া নূতন বইয়ের সহিত বিতরণের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বৎসর শেষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ পুরাতন বই ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া যায়। ছাত্র/ছাত্রীরাও পুরাতন বই গ্রহণ করিতে চাহে না। তাহাছাড়া ব্যবহারের যোগ্য যে সমস্ত পুরাতন বই পাওয়া যায়, তাহাতে চাহিদা পূরণ হয় না। এ দিকে ৪৫% বই বিতরণে শিক্ষকরা সমস্যার সম্মুখীন হইতেছেন, অপরদিকে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনাও দারুণভাবে ব্যহত হইতেছে। কর্তৃপক্ষ যদি বিনামূল্যে বই বিতরণে কেনে সংকটের সম্মুখীন হন তাহা হইলে এই প্রকল্প বাতিল অথবা স্থগিত করা যাইতে পারে। আর যদি প্রকল্পটি বহাল রাখিতেই হয়, তবে তাহা সংকুচিত করার চিন্তা-ভাবনা করা প্রয়োজন। বিনামূল্যের বই ১০০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে বিতরণ করা হয়। অথচ দেশের ১০০ ভাগ মানুষ বিনামূল্যের বইয়ের প্রত্যাশী নহে। শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর মত বিনামূল্যে বইও ৪০% দরিদ্রজনগোষ্ঠীর মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা নেওয়া যাইতে পারে। ইহাতে পাঠ্য বইয়ের চাহিদা পূরণ করা যাইবে। ৬০ ভাগ পাঠ্য বই সরকারী উদ্যোগে প্রকাশ ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিলে সচ্ছল জনগোষ্ঠী তাহা ক্রয় করিতে কোন আপত্তি করিবে না। বিষয়টি বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মিজানুর রহমান,
সহ প্রধান শিক্ষক,
শ্রীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
ডাক ঃ পান্টী, জেলা ঃ কুষ্টিয়া